দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে হেরোইনসহ সাবেক সেনাসদস্য আটক

মেহেরপুরে সেনা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে সাবেক সেনা সদস্য চাঁদ আলীকে ৬০ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়েছে। চাঁদ আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সোমবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি যৌথ টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ তাকে আটক করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক রহমত আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাবেক সেনা সদস্য চাঁদ আলী নিজ বাড়িতে মাদকদ্রব্য মজুদ করে তা বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা তার বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় তার বসতবাড়ি থেকে পলিথিনে মোড়ানো ৬০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা-ছেলে আটক

মেহেরপুর শহরের ওয়াদাপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ১৩০ গ্রাম হেরোইনসহ মা- ছেলেকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) সকালে পরিচালিত এ অভিযানে আটক হন মিয়াপাড়ার বাসিন্দা নুরুন্নবীর স্ত্রী শিখা খাতুন (৪৫) এবং তার ছেলে জাহিদ (২৫)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিখা খাতুনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৩০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। অভিযানে মাদক বিক্রির নগদ ৬২ হাজার ৮৩০ টাকা এবং দুটি ডিজিটাল ওজন পরিমাপক নিক্তিও জব্দ করা হয়।

অভিযানের সময় মাদক মামলার প্রধান আসামি মিয়াপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে নূর নবী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক মা-ছেলে হেরোইন বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে